কালের কণ্ঠ

তারিখ · 06 APR 2016 ……
পৃষ্ঠা ……7·৮…… কলাম……8……

নতুন হলে সিটের দাবিতে গতকাল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করে ছাত্রীরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশাসন ভবনে তালা দিয়ে ছাত্রী বিক্ষোভ

বাকৃবি প্রতিনিধি ▷

নতুন হলে সিটের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) প্রশাসন ভবনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করেছে তাপসী রাবেয়া হলের কিছু আবাসিক ছাত্রী। এতে প্রায় এক ঘণ্টা ওই ভবনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড.. মো. আলী আকবরসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

জানা যায়, আবাসন সংকটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাপসী রাবেয়া হলের প্রথম বর্ষের ১২০ ছাত্রীকে হেলথ কেয়ার সেন্টারে রাখে প্রশাসন। ওই সময় এসব ছাত্রীকে নবনির্মিত হলের নির্মাণকাজ শেষ হলে সেখানে সিট দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রশাসন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হলের নির্মাণকাজ এগিয়ে নিয়ে আসে প্রশাসন। ইতিমধ্যে হলের কিছু অংশের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ায় সেখানে অন্য হলের কিছু ছাত্রীকে সিট দেওয়া হয়। এ ছাড়া সুলতানা রাজিয়া হলের সিট না পাওয়া ছাত্রীদের তালিকা সংবলিত নোটিশ দিয়ে তাদের আগামী শুক্র ও শনিবার নতুন হলে সিট দেওয়া হবে জানানো হয়। এ খবর পেয়ে হেলথ কেয়ার সেন্টারে থাকা তাপসী রাবেয়া হলের ছাত্রীরা হল অফিসে গিয়ে তাদেরও নোটিশ দেওয়া হবে কি না তা হল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চায়। হল কর্মকর্তারা গতকাল সকাল ১১টার দিকে তাদের তালিকা সংবলিত নোটিশ দেওয়া হবে বলে ছাত্রীদের জানান। তবে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও কোনো নোটিশ না পেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ছাত্রীরা। পরে তারা সোয়া ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে গিয়ে প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ সময় প্রধান ফটকের সামনে বসে অবরোধ করে তারা। অবরোধের কারণে উপাচার্যসহ প্রশাসন ভবনে থাকা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আটকা পড়েন।

এ সময় আন্দোলনরত ছাত্রীরা অভিযোগ করে, গত ১০ জানুয়ারি ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে এক মাসের মধ্যে তাদের হলে সিট দেওয়ার কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। অন্য হলের ছাত্রীদের নতুন হলে ওঠানোর জন্য নোটিশ দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত তাদের নোটিশ দেওয়া হয়নি।

বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. জসিমউদ্দিন খান, প্রক্টর ড. এ কে এম জাকির হোসেন ও তাপসী রাবেয়া হলের প্রভোস্ট ড. ফরিদা ইয়াসমিন বারি। নতুন হলে ওই ছাত্রীদেরও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বলে তাদের জানান প্রভোস্ট।

এ ব্যাপারে ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মো. জসিমউদ্দিন খান বলেন, ছাত্রীরা না জেনে এটা করেছে। মেধাক্রম অনুযায়ী আগামী শুক্র ও শনিবার হলের নির্মাণ শেষ হওয়া অংশে তাদের সবাইকে ওঠানো হবে। ইতিমধ্যে তালিকাও করা হয়েছে।